ত্রয়োদশ অধ্যায়

রাজা রহূগণের প্রতি জড় ভরতের অতিরিক্ত উপদেশ

ব্রাহ্মণ জড় ভরত রাজা রহূগণের প্রতি অত্যন্ত সদয় হয়ে, তাঁকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য আলঙ্কারিকভাবে ভবাটবীর বর্ণনা করেছেন। তিনি বিশ্লেষণ করেছেন যে, এই জড় জগৎ একটি দুস্তর অরণ্যের মতো, যেখানে জীব মায়ার বশে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই অরণ্যে ছটি দস্যু (ষড়েন্দ্রিয়) এবং শৃগাল, নেকড়ে, সিংহ আদি (স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন) বহু মাংসাশী পশু রয়েছে, যারা সর্বদাই পরিবারের কর্তার রক্ত শোষণে উদ্‌গ্রীব। সেই অরণ্যের দস্যু এবং রক্ত-মাংস লোলুপ পশুরা একত্রে মিলিত হয়ে এই জড় জগতে মানুষের শক্তি শোষণ করে। এই অরণ্যে একটি তৃণাচ্ছাদিত গহ্বর রয়েছে যাতে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই অরণ্যে এসে নানা প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে জীব এই জড় জগতের সমাজ, মৈত্রী, প্রেম এবং পরিবারের পরিপ্রেক্ষিতে তার পরিচয় খোঁজে। সেই অরণ্যে পথ হারিয়ে সে হিংস্র পশু-পক্ষীর দ্বারা আক্রান্ত হয়। বিবিধ আকাঙ্ক্ষার বশে ইতস্তত ধাবিত হয়ে, কঠোর পরিশ্রমে অরণ্যমধ্যে সে বৃথা ক্লেশ ভোগ করে। সে ক্ষণস্থায়ী সুখে কখনও মোহিত হয় আবার কখনও তথাকথিত দুঃখে মগ্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে এই অরণ্যে তথাকথিত সুখ এবং দুঃখের মাধ্যমে সে কেবল ক্লেশই ভোগ করে। কখন সে একটি সর্পের দ্বারা (গভীর নিদ্রা) আক্রান্ত হয় এবং সেই সর্পের দংশনে চেতনা হারিয়ে তার কর্তব্য বিস্মৃত হয়। কখনও সে পরস্ত্রীরূপ মধুর লোভে আকৃষ্ট হয়ে নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। সে রোগ, শোক এবং শীত ও গ্রীষ্ম আদির দ্বারা আক্রান্ত হয়। এইভাবে এই জড় জগৎরূপী অরণ্যে জীব সংসার-দুঃখ ভোগ করে। সুখভোগের আশায় জীব এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিচরণ করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই জড় জগতে বিষয়াসক্ত মানুষ কখনই সুখী হতে পারে না। জড় কার্যকলাপে নিরন্তর যুক্ত হয়ে সে সর্বদাই বিচলিত হয়। সে ভুলে যায় যে, একদিন তাকে মরতে হবে। যদিও সে মায়ামুগ্ধ হয়ে

কঠোর দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে, তবুও সে জড় সুখের জন্য লালায়িত হয়। এইভাবে সে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়।

জড় ভরতের কাছে এই উপদেশ শ্রবণ করে, মহারাজ রহূগণের কৃষ্ণভক্তি জাগরিত হয়েছিল। এইভাবে জড় ভরতের সঙ্গ প্রভাবে তিনি লাভবান হয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর মোহ ভঙ্গ হয়েছে, এবং তখন তিনি তাঁর অন্যায় আচরণের জন্য জড় ভরতের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন। এই বৃত্তান্ত শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে বর্ণনা করেছিলেন।

শ্লোক ১

ব্রাহ্মণ উবাচ
দুরত্যয়েঽধ্বন্যজয়া নিবেশিতো
রজস্তমঃসত্ত্ববিভক্তকর্মদৃক্ ।
স এষ সার্থোঽর্থপরঃ পরিভ্রমন্
ভবাটবীং যাতি ন শর্ম বিন্দতি ॥ ১ ॥

ব্রাহ্মণঃ উবাচ—ব্রাহ্মণ জড় ভরত বললেন; **দুরত্যয়ে**—দুরতিক্রম্য; **অধ্বনি**—সকাম কর্মের পথে (এই জীবনের কর্মফল অনুসারে পরবর্তী জীবনে শরীর ধারণ করা, এবং এইভাবে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হওয়া); **অজয়া**—ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দ্বারা; **নিবেশিতঃ**—প্রবিষ্ট হয়ে; **রজঃ-তমঃ-সত্ত্ব-বিভক্ত-কর্ম-দৃক্**—যে বদ্ধ জীব প্রেয় সকাম কর্মসমূহ এবং তাদের ফলই কেবল দর্শন করে, যা সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিনটি গুণের প্রভাব অনুসারে বিভক্ত; **সঃ**—তিনি; **এষঃ**—এই; **স-অর্থঃ**—ইন্দ্রিয় সুখপ্রদ কর্মের আকাঙ্ক্ষা; **অর্থ-পরঃ**—ধন-সম্পদ লাভে আগ্রহী; **পরিভ্রমন্**—সর্বত্র ভ্রমণ করে; **ভব-অটবীম্**—ভব নামক অরণ্য অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর চক্র; **যাতি**—প্রবেশ করে; **ন**—না; **শর্ম**—সুখ; **বিন্দতি**—প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

ব্রহ্মজ্ঞানী জড় ভরত বললেন—হে মহারাজ রহূগণ, জীব এই দুস্তর সংসার মার্গে ভ্রমণ করে, এবং বার বার জন্ম ও মৃত্যু বরণ করে। জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, সে মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয় এবং তিন প্রকার কর্মের ফলই কেবল দর্শন করে। সেই ফলগুলি হচ্ছে শুভ, অশুভ এবং

মিশ্র। এইভাবে সে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সে একটি বণিকের মতো দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করে এবং লাভের আশায় বস্তু সংগ্রহের জন্য অরণ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু এই জড় জগতে সে প্রকৃত সুখ লাভ করতে পারে না।

তাৎপর্য

ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পথ যে কত কঠিন এবং দুরতিক্রম্য তা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সেই পথটি যে কি রকম তা না জেনে মানুষ বিভিন্ন দেহে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে। তার ফলে সে এই জড় জগতে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। কেউ মনে করতে পারে যে, একজন আমেরিকান, ভারতীয়, ইংরেজ অথবা জার্মান হওয়ার ফলে সে এই জন্মে খুব সুখী, কিন্তু পরবর্তী জন্মে তাকে চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনির একটি যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হবে। তাকে তার কর্ম অনুসারে পরবর্তী শরীর ধারণ করতে হবে। জীব কোন বিশেষ শরীর ধারণ করতে বাধ্য হয়, এবং প্রতিবাদ করলেও কোন লাভ হয় না। সেটিই হচ্ছে প্রকৃতির কঠোর নিয়ম। অবিদ্যাবশত জীব তার নিত্য আনন্দময় জীবনের কথা ভুলে গিয়ে মায়ার প্রভাবে জড়-জাগতিক কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই জগতে সে কখনই সুখ অনুভব করতে পারে না, তবুও সুখভোগের আশায় সে কঠোর পরিশ্রম করে। তাকে বলা হয় মায়া।

শ্লোক ২

যস্যামিমে ষণ্নরদেব দস্যবঃ
সার্থং বিলুম্পন্তি কুনায়কং বলাৎ ।
গোমায়বো যত্র হরন্তি সার্থিকং
প্রমত্তমাবিশ্য যথোরণং বৃকাঃ ॥ ২ ॥

যস্যাম্—যাতে (সংসার অরণ্যে); **ইমে**—এই সমস্ত; **ষট্**—ছয়; **নরদেব**—হে রাজন্; **দস্যবঃ**—দস্যু; **স-অর্থম্**—বদ্ধ জীব; **বিলুম্পন্তি**—লুণ্ঠন করে, সর্বস্ব হরণ করে; **কুনায়কম্**—যারা তথাকথিত গুরুদের দ্বারা সর্বদা ভ্রান্তপথে পরিচালিত হয়; **বলাৎ**—বলপূর্বক; **গোমায়বঃ**—শৃগালের মতো; **যত্র**—যেই অরণ্যে; **হরন্তি**—হরণ করে নেয়; **স-অর্থিকম্**—যে বদ্ধ-জীব জীবন ধারণের জন্য লাভের অন্বেষণ করে; **প্রমত্তম্**—আত্মহিত সম্বন্ধে অজ্ঞ উন্মাদ ব্যক্তি; **আবিশ্য**—হৃদয়ে প্রবেশ করে; **যথা**—ঠিক যেমন; **উরণম্**—সুরক্ষিত ভেড়া; **বৃকাঃ**—বাঘ।

অনুবাদ

হে মহারাজ রহূগণ, এই সংসার-অরণ্যে ছয়টি অত্যন্ত প্রবল দস্যু রয়েছে। বদ্ধ জীব যখন জাগতিক লাভের জন্য অরণ্যে প্রবেশ করে, তখন এই ছয়টি দস্যু তাকে বিপথে পরিচালিত করে। এইভাবে বণিকরূপী বদ্ধ জীবকে বিভ্রান্ত করে সেই দস্যুরা তার অর্থ অপহরণ করে। বাঘ, শৃগাল এবং অন্যান্য হিংস্র পশু যেমন রক্ষকের আশ্রয় থেকে একটি মেষকে হরণ করে, ঠিক তেমনই পত্নী এবং সন্তান সেই বণিকের হৃদয়ে প্রবেশ করে নানাভাবে তাকে লুণ্ঠন করে।

তাৎপর্য

অরণ্যে বহু দস্যু এবং ডাকাত, বাঘ এবং শৃগাল রয়েছে। পত্নী এবং সন্তানদের শৃগালের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। গভীর রাত্রে শৃগালেরা উচ্চস্বরে ক্রন্দন করে, ঠিক তেমনই এই জড় জগতে পত্নী এবং সন্তানেরাও শৃগালের মতো ক্রন্দন করে। সন্তান বলে, "বাবা, আমি এটা চাই, আমাকে এটি দাও। আমি তোমার কত প্রিয় পুত্র।" অথবা পত্নী বলে, "আমি তোমার প্রিয় পত্নী। আমাকে এটি দাও। এখন এটির প্রয়োজন।" এইভাবে সংসারারণ্যে জীব দস্যু-তস্করদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। মানব-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য না জেনে, জীব বিপথে পরিচালিত হয়। জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে বিষ্ণু (*ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্*)। ধন-সম্পদ উপার্জনের জন্য সকলেই অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে, কিন্তু কেউই জানে না যে, প্রকৃত স্বার্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা। কৃষ্ণভক্তির পথে উন্নতি সাধন করার জন্য অর্থ ব্যয় করার পরিবর্তে মানুষ ক্লাবে, বেশ্যালয়ে, পানশালায়, কসাইখানায় এবং এই ধরনের সমস্ত স্থানে তার কষ্টার্জিত ধন ব্যয় করে। পাপকর্মের ফলে সে সংসারমার্গে জড়িয়ে পড়ে এবং তাকে একের পর এক শরীর ধারণ করতে হয়। এইভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে সে কখনই সুখ পায় না।

শ্লোক ৩

প্রভূতবীরুত্তৃণগুল্মগহ্বরে
কঠোরদংশৈর্মশকৈরুপদ্রুতঃ ।
ক্বচিত্তু গন্ধর্বপুরং প্রপশ্যতি
ক্বচিৎ ক্বচিচ্চাশুরয়োল্মুকগ্রহম্ ॥ ৩ ॥

প্রভূত—প্রচুর; **বীরুৎ**—লতার; **তৃণ**—নানা প্রকার ঘাসের; **গুল্ম**—ঘন ঝোপ; **গহ্বরে**—গভীর স্থানে; **কঠোর**—নিষ্ঠুর; **দংশৈঃ**—দংশনের দ্বারা; **মশকৈঃ**—মশকের দ্বারা; **উপদ্রুতঃ**—উপদ্রুত; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **তু**—কিন্তু; **গন্ধর্ব-পুরম্**—গন্ধর্বদের দ্বারা সৃষ্ট একটি অলীক প্রাসাদ; **প্রপশ্যতি**—দর্শন করে; **ক্বচিৎ**—এবং কখনও কখনও; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **চ**—এবং; **আশুরয়**—অতি দ্রুত; **উল্মুক**—উল্কার মতো; **গ্রহম্**—পিশাচ।

অনুবাদ

এই বনে অসংখ্য তৃণ, গুল্ম ও লতার দ্বারা আচ্ছন্ন গহ্বর রয়েছে। সেই সমস্ত গহ্বরে বদ্ধ জীব সর্বদা মশক সদৃশ দুর্জনদের উপদ্রবে পীড়িত হয়। কখনও কখনও সে সেই অরণ্যে এক অলীক প্রাসাদ দর্শন করে, এবং কখনও কখনও সে আকাশে উল্কার মতো পিশাচদের দর্শন করে বিভ্রান্ত হয়।

তাৎপর্য

গৃহস্থালি প্রকৃতপক্ষে সকাম কর্মের একটি গহ্বর। জীবিকা উপার্জন করার জন্য জীবকে বিভিন্ন কলকারখানায় এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে হয়, এবং কখনও কখনও উচ্চতর লোকে উন্নীত হওয়ার জন্য মানুষ বড় বড় যজ্ঞ করে। আর তা ছাড়া সকলকেই অন্তত জীবিকা নির্বাহের জন্য কোন না কোন বৃত্তিতে কাজ করতে হয়। তখন তাদের বহু অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়, যাদের আচরণ মশকের দংশনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তার ফলে অত্যন্ত অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত উপদ্রবের মধ্যেও মানুষ কল্পনা করে যে, সে একটি বিশাল গৃহ নির্মাণ করবে যেখানে সে চিরকাল সুখে বাস করবে, যদিও সে জানে যে তা কখনও সম্ভব নয়। স্বর্ণকে আকাশে উল্কার মতো দ্রুতগামী পিশাচীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তা ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়ে চলে যায়। সাধারণত কর্মীরা স্বর্ণ বা অর্থের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, কিন্তু এখানে ভূত-প্রেতের সঙ্গে সেগুলির তুলনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৪

নিবাসতোয়দ্রবিণাত্মবুদ্ধি-
স্ততস্ততো ধাবতি ভো অটব্যাম্ ।
ক্বচিচ্চ বাত্যোত্থিতপাংসুধূম্রা
দিশো ন জানাতি রজস্বলাক্ষঃ ॥ ৪ ॥

নিবাস—বাসস্থান; **তোয়**—জল; **দ্রবিণ**—ঐশ্বর্য; **আত্মবুদ্ধিঃ**—যে জড় বস্তুকে আত্মা বা তার স্বরূপ বলে মনে করে; **ততঃ ততঃ**—ইতস্তত; **ধাবতি**—ধাবিত হয়; **ভোঃ**—হে রাজন্; **অটব্যাম্**—এই সংসাররূপ অরণ্যের পথে; **ক্বচিৎ চ**—এবং কখনও কখনও; **বাত্যা**—ঘূর্ণিবায়ুর দ্বারা; **উত্থিত**—উত্থিত; **পাংসু**—ধূলির দ্বারা; **ধূম্রাঃ**—ধূম্র বর্ণ; **দিশঃ**—দিকসমূহ; **ন**—না; **জানাতি**—জানে; **রজঃ-বল-অক্ষঃ**—যার চক্ষু ধূলির দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছে অথবা যে রজস্বলা পত্নীর দ্বারা মোহিত হয়েছে।

অনুবাদ

হে রাজন্, এই সংসার-অরণ্যের পথে গৃহ, ধন, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতির দ্বারা বিভ্রান্তচিত্ত সেই বণিক এই সংসার-অরণ্যে সাফল্য লাভের আশায় ইতস্তত ধাবমান হয়। কখনও তার চক্ষু ঘূর্ণিবায়ুর ধূলিতে আচ্ছাদিত হয়, অর্থাৎ, তার পত্নীর রূপে মোহিত হয়ে, বিশেষ করে তার রজস্বলা অবস্থায়, সে কামান্ধ হয়। এইভাবে অন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে, সে যে কোথায় যাচ্ছে এবং কি করছে তা সে দেখতে পায় না।

তাৎপর্য

বলা হয় যে গৃহস্থ-জীবনের মূল আকর্ষণ হচ্ছে স্ত্রী, কারণ মৈথুন-সুখই গৃহস্থ-জীবনের কেন্দ্র—*যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছম্* । বিষয়াসক্ত ব্যক্তি তার স্ত্রীকে কেন্দ্র করে দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করে। জড়-জাগতিক জীবনে তার একমাত্র সুখ হচ্ছে মৈথুন। তাই কর্মীরা বান্ধবী অথবা পত্নীরূপে স্ত্রীলোকদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বস্তুতপক্ষে যৌন অনুপ্রেরণা ছাড়া তারা কোন কিছুই করতে পারে না। এই অবস্থায় পত্নীকে ঘূর্ণিবায়ুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, বিশেষ করে তার রজস্বলা অবস্থায়। যারা নিষ্ঠা সহকারে গৃহস্থ-জীবনের বিধিবিধান পালন করে, তারা কেবল মাসে একবার, রজঃকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর পত্নীগমন করে। সে যখন সেই অবসরের প্রতীক্ষা করে, তখন তার পত্নীর সৌন্দর্যের দ্বারা তার চক্ষু মোহিত হয়। তাই বলা হয়েছে যে, ঘূর্ণিবায়ুর ধূলির দ্বারা তার চক্ষু আচ্ছাদিত হয়। এই প্রকার কামার্ত ব্যক্তি জানে না যে, তার সমস্ত কার্যকলাপ বিভিন্ন দেবতারা দর্শন করছে, বিশেষ করে সূর্যদেব, এবং তার সমস্ত কর্ম লিপিবদ্ধ হয়ে থাকছে তার পরবর্তী দেহ প্রাপ্তির জন্য। যেহেতু জড় জগতে জ্যোতি আসে বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্র থেকে, তাই এই বিজ্ঞানটিকে বলা হয় জ্যোতি-শাস্ত্র। জ্যোতির গণনার দ্বারা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানা যায়। অর্থাৎ, সূর্য, চন্দ্র, তারকা আদি সমস্ত

জ্যোতিষ্ক বদ্ধ জীবের কার্যকলাপের সাক্ষী। তার ফলে সে বিশেষ ধরনের শরীর প্রাপ্ত হয়। যে কামার্ত ব্যক্তির চক্ষু সংসার-জীবনের ঘূর্ণিবায়ুর ধূলিকণার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছে, সে মোটেই ভেবে দেখে না যে তার সমস্ত কার্যকলাপ বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্র দর্শন করছে এবং সেগুলি লিপিবদ্ধ হয়ে থাকছে। তা না জানার ফলে, বদ্ধ জীব তার কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্য নানা প্রকার পাপকার্য করে।

শ্লোক ৫

অদৃশ্যঝিল্লীস্বনকর্ণশূল
উলূকবাগ্‌ভির্ব্যথিতান্তরাত্মা ।
অপুণ্যবৃক্ষান্ শ্রয়তে ক্ষুধার্দিতো
মরীচিতোয়ান্যভিধাবতি ক্বচিৎ ॥ ৫ ॥

অদৃশ্য—অদৃশ্য; **ঝিল্লী**—ঝিঁ ঝিঁ পোকা; **স্বন**—শব্দের দ্বারা; **কর্ণ-শূল**—কাণের ব্যথা; **উলূক**—পেঁচার; **বাগ্‌ভিঃ**—কণ্ঠস্বরে; **ব্যথিত**—অত্যন্ত বিচলিত; **অন্তরাত্মা**—মন এবং হৃদয়; **অপুণ্য-বৃক্ষান্**—পুণ্যহীন বৃক্ষসমূহ যাতে ফুল অথবা ফল হয় না; **শ্রয়তে**—সে আশ্রয় গ্রহণ করে; **ক্ষুধ**—ক্ষুধার থেকে; **অর্দিতঃ**—কষ্ট; **মরীচি-তোয়ানি**—মরীচিকা; **অভিধাবতি**—সে ধাবিত হয়; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও।

অনুবাদ

ভবাটবীতে ভ্রমণ করতে করতে বদ্ধ জীব অদৃশ্য ঝিল্লীর কঠোর শব্দ শুনতে পায়, এবং তার ফলে তার কর্ণশূল উপস্থিত হয়। কখনও কখনও পেঁচার কর্কশ শব্দে তার হৃদয় ব্যথিত হয়, যা হচ্ছে তার শত্রুদের কঠোর দুরুক্তি। ক্ষুধার্ত হয়ে সে কখনও কখনও এমন বৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করে যাতে কোন ফল অথবা ফুল হয় না, এবং তার ফলে সে কষ্টভোগ করে। তৃষ্ণার্ত হয়ে সে জলের আশায় মরীচিকার পিছনে ধাবিত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, *ভাগবত* দর্শন তাদের জন্য যারা সম্পূর্ণরূপে মাৎসর্যশূন্য হতে পেরেছে (*পরমো নির্মৎসরাণাম্*)। জড় জগৎ ঈর্ষাপরায়ণ মানুষে পূর্ণ। এমনকি তার নিকট-আত্মীয়েরাও তার অসাক্ষাতে তার নিন্দা করে। অরণ্যে

ঝিল্লীরবের সঙ্গে তার তুলনা করা হয়েছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকাকে দেখা না গেলেও তার ডাক শোনা যায় এবং তার ফলে কর্ণশূল উপস্থিত হয়। কেউ যখন কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করে, তখন তাকে সর্বদা আত্মীয়-স্বজনদের অপ্রিয় কথা শুনতে হয়। এটিই হচ্ছে এই জগতের ধর্ম। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের নিন্দাজনিত ক্লেশ এড়ানো যায় না। অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে মানুষ কখনও কখনও পাপী ব্যক্তির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, কিন্তু সে তাকে সাহায্য করতে পারে না কারণ তার বুদ্ধি নেই। এইভাবে জীব সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়। তা ঠিক জলের অন্বেষণে মরুভূমিতে মরীচিকার পিছনে ধাবিত হওয়ার মতো, এই ধরনের কার্যকলাপের ফলে কোন লাভ হয় না। মায়ার দ্বারা পরিচালিত হয়ে বদ্ধ জীব নানাভাবে কষ্টভোগ করে।

শ্লোক ৬

ক্বচিদ্বিতোয়াঃ সরিতোঽভিযাতি
পরস্পরং চালষতে নিরন্ধঃ ।
আসাদ্য দাবং ক্বচিদগ্নিতপ্তো
নির্বিদ্যতে ক্ব চ যক্ষৈর্হৃতাসুঃ ॥ ৬ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **বিতোয়াঃ**—অগভীর জলে; **সরিতঃ**—নদী; **অভিযাতি**—স্নান করতে যায় অথবা ঝাঁপ দেয়; **পরস্পরম্**—পরস্পর; **চ**—এবং; **আলষতে**—বাসনা করে; **নিরন্ধঃ**—অন্নহীন হওয়ার ফলে; **আসাদ্য**—অনুভব করে; **দাবম্**—সংসাররূপী দাবানল; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **অগ্নি-তপ্তঃ**—অগ্নিদগ্ধ; **নির্বিদ্যতে**—হতাশ হয়; **ক্ব**—কখনও কখনও; **চ**—এবং; **যক্ষৈঃ**—দস্যু-তস্কর সদৃশ রাজাদের দ্বারা; **হৃত**—অপহৃত; **অসুঃ**—প্রাণতুল্য ধন-সম্পদ।

অনুবাদ

বদ্ধ জীব কখনও কখনও অগভীর নদীর জলে ঝাঁপ দেওয়ার ফলে দুঃখ পায়, অথবা অন্নাভাবে নির্দয় ব্যক্তিদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে অন্ন ভিক্ষা করে। কখনও কখনও সে সংসার-দাবানলে দগ্ধ হয়, এবং কখনও কখনও যক্ষসদৃশ রাজারা কর গ্রহণের নামে যখন তার প্রাণতুল্য ধনসম্পদ অপহরণ করে, তখন সে দুঃখে ম্রিয়মান হয়।

তাৎপর্য

প্রখর সূর্যকিরণে তপ্ত হয়ে কখনও কখনও মানুষ তাপ উপশমের জন্য নদীর জলে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু সেই নদীর জল শুকিয়ে যাওয়ার ফলে যদি অগভীর হয়, তাহলে তাতে ঝাঁপ দেওয়ার ফলে হাড় ভেঙ্গে যেতে পারে। বদ্ধ জীব সর্বদাই নানা রকম দুঃখ-দুর্দশা অনুভব করে। কখনও কখনও বন্ধু-বান্ধবদের কাছে সাহায্য লাভের প্রচেষ্টা করা ঠিক শুষ্ক নদীতে ঝাঁপ দেওয়ারই মতো হয়। সেই প্রচেষ্টার ফলে তার কোন লাভ হয় না, পক্ষান্তরে তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেঙ্গে যাওয়ার মতো তাদের সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়। কখনও কখনও অন্নাভাবে সে এমন মানুষের কাছে যায়, যাদের দান দেওয়ার ক্ষমতা নেই অথবা ইচ্ছা নেই। কখনও কখনও সে দাবানল সদৃশ গৃহস্থ-জীবনে প্রবেশ করে (*সংসার-দাবানল-লীঢ়লোক*)। সরকার যখন কারোর উপর প্রচুর কর ধার্য করে, তখন সে অত্যন্ত দুঃখিত হয়। প্রবল কর ধার্য হওয়ার ফলে সে তার আয় লুকাতে বাধ্য হয়, কিন্তু তার সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সরকারের প্রতিনিধিরা এতই সতর্ক এবং বলবান যে তারা তার সমস্ত ধন-সম্পদ জোর করে আত্মসাৎ করে নেয়, এবং তার ফলে বদ্ধ জীব অত্যন্ত ব্যথিত হয়।

এইভাবে মানুষ জড় জগতে সুখী হওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু তার এই প্রচেষ্টা দাবানলের মধ্যে সুখের অন্বেষণ করার মতো। কাউকেই বনে গিয়ে আগুন জ্বালাতে হয় না; দাবানল আপনা থেকেই জ্বলে ওঠে। তেমনই, গৃহস্থ-জীবনে অথবা সংসার-জীবনে কেউই অসুখী হতে চায় না, কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে সকলকেই দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত হতে বাধ্য হতে হয়। নিজের ভরণ-পোষণের জন্য কারোর উপর নির্ভরশীল হওয়া অত্যন্ত অপমানজনক; তাই, বৈদিক প্রথা অনুসারে, সকলকেই স্বতন্ত্রভাবে জীবনযাপন করা উচিত। শূদ্রেরাই কেবল স্বতন্ত্রভাবে জীবনযাপন করতে অক্ষম। তাই তাদের ভরণ-পোষণের জন্য কারোর সেবা করতে হয়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—*কলৌ শূদ্র-সম্ভবাঃ*। কলিযুগে সকলকেই তাদের দেহের ভরণ-পোষণের জন্য অন্যের দয়ার উপর নির্ভর করতে হয়। তাই সকলকেই শূদ্র বলা হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বাদশ স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কলিযুগের সরকার কর ধার্য করবে কিন্তু তার বিনিময়ে নাগরিকদের কোন কল্যাণ সাধন করবে না। *অনাবৃষ্ট্যা বিনঙ্ক্ষ্যন্তি দুর্ভিক্ষকরপীড়িতাঃ* । এই যুগে অনাবৃষ্টি হবে; তার ফলে অন্নাভাব দেখা দেবে, এবং প্রজারা সরকারের কর জোগাতে গিয়ে অত্যন্ত পীড়িত হবে। তার ফলে প্রজারা শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করতে না পেরে, তাদের বাড়িঘর ছেড়ে হতাশ হয়ে বনবাসী হবে।

শ্লোক ৭

শূরৈর্হৃতস্বঃ ক্ব চ নির্বিণ্নচেতাঃ
শোচন্ বিমুহ্যন্নুপযাতি কশ্মলম্ ।
ক্বচিচ্চ গন্ধর্বপুরং প্রবিষ্টঃ
প্রমোদতে নির্বৃতবন্মুহূর্তম্ ॥ ৭ ॥

শূরৈঃ—অত্যন্ত প্রবল শত্রুর দ্বারা; **হৃতস্বঃ**—যার সমস্ত ধন-সম্পদ অপহৃত হয়েছে; **ক্ব চ**—কখনও কখনও; **নির্বিণ্ন-চেতাঃ**—অত্যন্ত ব্যথিত এবং বিষণ্ণ হৃদয়; **শোচন্**—গভীর শোক; **বিমুহ্যন্**—বিমোহিত হয়ে; **উপযাতি**—প্রাপ্ত হয়; **কশ্মলম্**—অচেতন; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **চ**—ও; **গন্ধর্ব-পুরম্**—অরণ্যে অলীক নগরী; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **প্রমোদতে**—আনন্দ উপভোগ করে; **নির্বৃত-বৎ**—সফল ব্যক্তির মতো; **মুহূর্তম্**—কেবল ক্ষণিকের জন্য।

অনুবাদ

কখনও কখনও ঊর্ধ্বতন বা অধিক বলবান ব্যক্তি জীবের সমস্ত ধন-সম্পদ হরণ করে নেয়। তখন সে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয়ে তার সেই হারানো ধন-সম্পদের জন্য শোক করতে করতে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। কখনও কখনও সে এক বিশাল প্রাসাদ-নগরীর কল্পনা করে এবং তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ নিয়ে সেখানে সুখে বাস করার বাসনা করে। তা যদি সম্ভব হয়, তাহলে সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সুখী বলে মনে করে, কিন্তু সেই তথাকথিত সুখ কেবল ক্ষণিকের জন্যই।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *গন্ধর্বপুরম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কখনও কখনও অরণ্যে এক বিশাল প্রাসাদ দৃষ্টিগোচর হয়। প্রকৃতপক্ষে সেই প্রাসাদের অস্তিত্ব কেবল কল্পিত। তাকে বলা হয় *গন্ধর্বপুর*। এই সংসাররূপ অরণ্যে বদ্ধ জীব কখনও কখনও বিশাল প্রাসাদ অথবা গগনচুম্বী অট্টালিকার কল্পনা করে। সেখানে চিরকাল তার পরিবার-পরিজন নিয়ে অত্যন্ত শান্তিতে বসবাস করার স্বপ্ন দেখে সে কেবল তার শক্তিরই অপচয় করে। প্রকৃতির নিয়মে তা কখনই বাস্তবে রূপায়িত হয় না। সে যখন এই প্রকার প্রাসাদে প্রবেশ করে, তখন সাময়িকভাবে সে নিজেকে অত্যন্ত সুখী বলে মনে করে, যদিও তার সেই সুখ ক্ষণস্থায়ী। তার সেই সুখ কয়েক বছরের জন্য স্থায়ী হতে পারে, কিন্তু যেহেতু প্রাসাদের মালিককে মৃত্যুর সময় প্রাসাদটি ছেড়ে চলে যেতে হবে, তাই চরমে তাকে সবকিছুই হারাতে হবে। সংসার-জীবনের

এটিই রীতি। বিদ্যাপতি এই প্রকার সুখের বর্ণনা করে বলেছেন, "*তাতল সৈকতে, বারি-বিন্দুসম।*" প্রচণ্ড সূর্যকিরণে মরুভূমি উত্তপ্ত হয়, এবং সেই মরুভূমির তাপ শীতল করতে হলে প্রচুর পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয়—কোটি কোটি গ্যালন। কিন্তু একবিন্দু জলে কি লাভ হবে? জলের অবশ্যই মূল্য আছে, কিন্তু একফোঁটা জল মরুভূমির তাপ কমাতে পারে না। এই জড় জগতে প্রত্যেকেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু উত্তাপ অতি প্রচণ্ড। আকাশকুসুম প্রাসাদের কল্পনা করে তাতে কি লাভ হবে? বিদ্যাপতি তাই গেয়েছেন—*তাতল সৈকতে, বারি-বিন্দুসম, সুত-মিত-রমণী-সমাজে* । পুত্র-কন্যা, বন্ধু-বান্ধব সমন্বিত সংসার-জীবনের সুখের তুলনা করা হয়েছে রবিতপ্ত মরুভূমিতে একবিন্দু জলের সঙ্গে। সমগ্র জড় জগৎ সুখভোগের চেষ্টায় ব্যস্ত, কারণ সুখ জীবের স্বাভাবিক অধিকার। দুর্ভাগ্যবশত, জড় জগতের সংস্পর্শে আসার ফলে জীব জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত হয়। যদি কেউ কিছুকালের জন্যও সুখী হয়, তাহলে তার প্রবল শত্রু তার সর্বস্ব অপহরণ করে নেয়। অত্যন্ত ধনী ব্যবসায়ীর হঠাৎ পথের ভিখারী হয়ে যাওয়ার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সংসারের এমনই রীতি যে, মূর্খ মানুষেরা এই জগতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাদের আত্ম-উপলব্ধির কর্তব্য বিস্মৃত হয়।

শ্লোক ৮

চলন্ ক্বচিৎ কণ্টকশর্করাঙ্ঘ্রি-
র্নগারুরুক্ষুর্বিমনা ইবাস্তে ।
পদে পদেঽভ্যন্তরবহ্নিনার্দিতঃ
কৌটুম্বিকঃ ক্রুধ্যতি বৈ জনায় ॥ ৮ ॥

চলন্—ভ্রমণ করতে করতে; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **কণ্টক-শর্কর**—কণ্টক এবং ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ডের দ্বারা বিদ্ধ হয়ে; **অঙ্ঘ্রিঃ**—যার পা; **নগ**—পর্বত; **আরুরুক্ষুঃ**—আরোহণ করার বাসনায়; **বিমনাঃ**—হতাশ হয়ে; **ইব**—সদৃশ; **আস্তে**—হয়; **পদে পদে**—প্রতি পদক্ষেপে; **অভ্যন্তর**—উদরে; **বহ্নিনা**—জঠরাগ্নির দ্বারা; **অর্দিতঃ**—পরিশ্রান্ত এবং মর্মাহত হয়ে; **কৌটুম্বিকঃ**—আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বাস করে যে ব্যক্তি; **ক্রুধ্যতি**—ক্রুদ্ধ হয়; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **জনায়**—আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি।

অনুবাদ

কখনও কখনও সেই বণিক পাহাড়-পর্বতে আরোহণ করতে চায়, কিন্তু উপযুক্ত পাদুকার অভাবে তার পা কাঁটা ও কাঁকরে বিদ্ধ হয়। তখন সে অত্যন্ত ব্যথিত

হয়। কুটুম্বাসক্ত ব্যক্তি কখনও কখনও ক্ষুধায় পীড়িত হয়, এবং তার সেই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার ফলে তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি সে ক্রুদ্ধ হয়।

তাৎপর্য

উচ্চাভিলাষী বদ্ধ জীব তার পরিবার-সহ এই জড় জগতে অত্যন্ত সুখী হতে চায়, কিন্তু তার অবস্থা ঠিক কাঁটা এবং কাঁকরে পূর্ণ পাহাড়ে আরোহণ-অভিলাষী পথিকের মতো। পূর্ববর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে যে, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের মাধ্যমে সুখ লাভের প্রত্যাশা হচ্ছে তপ্ত মরুভূমিতে এক বিন্দু জলের মতো। কেউ সমাজে অত্যন্ত মহান অথবা শক্তিশালী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করতে পারে, কিন্তু তা ঠিক কণ্টকাকীর্ণ পর্বতে আরোহণ করার প্রচেষ্টার মতো। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর পর্বতের সঙ্গে পরিবারের তুলনা করেছেন। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সুখী হওয়ার বাসনা ক্ষুধার্ত ব্যক্তির কণ্টকাকীর্ণ পর্বতে আরোহণ করার প্রচেষ্টারই মতো। পরিবারের সকলের সন্তুষ্টি বিধান করার সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও, শতকরা ৯৯.৯ ভাগ মানুষই পারিবারিক জীবনে অসুখী। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে তো পরিবারের সদস্যদের অসন্তোষের ফলে, পারিবারিক জীবন প্রকৃতপক্ষে লুপ্ত হয়ে গেছে। বহু বিবাহ বিচ্ছেদ হচ্ছে, এবং অসন্তুষ্ট সন্তান-সন্ততিরা তাদের পিতা-মাতার আশ্রয় ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। বিশেষ করে এই কলিযুগে পারিবারিক জীবনে ক্রমশ অবক্ষয় হচ্ছে। সকলেই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে কারণ সেটি স্বাভাবিক। পরিবারের ভরণ-পোষণ করার মতো যথেষ্ট অর্থ থাকলেও পারিবারিক জীবনে কেউই সুখী নয়। তাই বর্ণাশ্রম-ধর্মে পঞ্চাশ বছর বয়সে সংসার-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করার বিধান দেওয়া হয়েছে—*পঞ্চাশোর্ধ্বং বনং ব্রজেৎ* । পঞ্চাশ বছর বয়স হলে, স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করে বৃন্দাবনে অথবা বনে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রহ্লাদ মহারাজ সেই নির্দেশ দিয়েছেন (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/৫)—

তৎসাধু মন্যেঽসুরবর্য দেহিনাং
সদা সমুদ্বিগ্নধিয়ামসদ্গ্রহাৎ ।
হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং
বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত ॥

বনে বনে ঘুরে বেড়ালেই কোন লাভ হয় না। বৃন্দাবনের বনে গিয়ে গোবিন্দের শরণ গ্রহণ করতে হয়। তার ফলেই সুখী হওয়া যায়। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ তাই কৃষ্ণ-বলরাম মন্দির তৈরি করেছে, যাতে এই সংস্থার সদস্যেরা এবং অন্যেরাও সেই আধ্যাত্মিক পরিবেশে শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করতে পারে। তা

মানুষকে চিন্ময় জগতে উন্নীত হতে এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে সাহায্য করবে। এই শ্লোকে *কৌটুম্বিকঃ ক্রুধ্যতি বৈ জনায়* বাক্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের মন যখন নানাভাবে বিচলিত হয়, তখন সে তার হতভাগ্য স্ত্রী-পুত্রের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে সন্তুষ্ট হয়। স্ত্রী-পুত্রেরা স্বভাবতই পিতার ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু পিতা যথাযথভাবে তাঁর পরিবারের ভরণ-পোষণ করতে না পারার ফলে, মানসিক কষ্টে বিচলিত হয়ে অনর্থক পরিবারের সদস্যদের তিরস্কার করে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১২/২/৯) বর্ণনা করা হয়েছে—*আচ্ছিন্নদারদ্রবিণা যাস্যন্তি গিরিকাননম্* । পারিবারিক জীবনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে, মানুষ বিবাহ-বিচ্ছেদের দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে তার পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। বিচ্ছিন্নই যদি হতে হয়, তাহলে স্বেচ্ছায় কেন তা করা হবে না? সুসংবদ্ধভাবে বিচ্ছেদ বলপূর্বক বিচ্ছেদ থেকে শ্রেয়। বলপূর্বক বিচ্ছেদের ফলে কেউ সুখী হতে পারে না, কিন্তু পরস্পরের অনুমতিক্রমে অথবা বৈদিক প্রথা অনুসারে, কোন এক বিশেষ বয়সে পারিবারিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার ফলেই কেবল যথাযথভাবে সুখী হওয়া যায়। তার ফলে মানুষের জীবন সার্থক হয়।

শ্লোক ৯

ক্বচিন্নিগীর্ণোঽজগরাহিনা জনো
নাবৈতি কিঞ্চিদ্বিপিনেঽপবিদ্ধঃ ।
দষ্টঃ স্ম শেতে ক্ব চ দন্দশূকৈ-
রন্ধোঽন্ধকূপে পতিতস্তমিস্রে ॥ ৯ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **নিগীর্ণঃ**—গিলে ফেলে; **অজগর-অহ্নিনা**—অজগর সর্পের দ্বারা; **জনঃ**—বদ্ধ জীব; **ন**—না; **অবৈতি**—বুঝতে পারে; **কিঞ্চিৎ**—কোন কিছু; **বিপিনে**—অরণ্যে; **অপবিদ্ধঃ**—দুঃখরূপ বাণের দ্বারা বিদ্ধ; **দষ্টঃ**—দংশিত হয়ে; **স্ম**—বস্তুতপক্ষে; **শেতে**—শয়ন করে; **ক্ব চ**—কখনও কখনও; **দন্দশূকৈঃ**—অন্য সর্পের দ্বারা; **অন্ধঃ**—অন্ধ; **অন্ধকূপে**—অন্ধকূপে; **পতিতঃ**—পতিত; **তমিস্রে**—নারকীয় জীবনে।

অনুবাদ

ভবাটবীতে বদ্ধ জীবাত্মাকে কখনও কখনও অজগর সর্প গিলে ফেলে। তখন সে মৃত ব্যক্তির মতো অচেতন এবং অজ্ঞান অবস্থায় বনের মধ্যে পড়ে থাকে।

কখনও অন্যান্য বিষধর সর্পেরা তাকে দংশন করে। বিবেকরহিত হওয়ার ফলে সে নারকীয় জীবনের অন্ধকূপে পতিত হয়, যেখানে উদ্ধার পাওয়ার কোন আশা তার থাকে না।

তাৎপর্য

সর্প দংশনের ফলে মানুষ যখন অচেতন হয়, তখন দেহের বাইরে যে কি হচ্ছে, সেই সম্বন্ধে তার কোন জ্ঞান থাকে না। এই অচেতন অবস্থা হচ্ছে গভীর নিদ্রার অবস্থা। তেমনই, বদ্ধ জীব প্রকৃতপক্ষে মায়ার কোলে নিদ্রা যাচ্ছে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন, *কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে* ? মানুষ বুঝতে পারে না যে, প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্ম জ্ঞানরহিত হয়ে তারা এই জড় জগতে ঘুমিয়ে রয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন—

এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি' ।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি' ॥

কঠোপনিষদে (১/৩/১৪) বলা হয়েছে, *উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত*—"হে জীবাত্মা, তুমি এই জড় জগতে ঘুমিয়ে রয়েছ। এখন জেগে উঠে তোমার মনুষ্য-জীবনের সদ্ব্যবহার কর।" নিদ্রিত অবস্থার অর্থ হচ্ছে অজ্ঞান। *ভগবদ্গীতায়* (২/৬৯) বলা হয়েছে, *যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী*—"সমস্ত জীবের কাছে যা রাত্রি, সংযত ব্যক্তির পক্ষে তা জেগে ওঠার সময়।" উচ্চতর গ্রহলোকেও সকলেই মায়ার বশীভূত। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেউই আগ্রহী নয়। কালসর্প নামক নিদ্রিত অবস্থা বদ্ধ জীবকে অজ্ঞানাচ্ছন্ন করে রাখে, এবং তাই সে তার শুদ্ধ চেতনা হারিয়ে ফেলে। অরণ্যে বহু অন্ধকূপ রয়েছে, এবং কেউ যদি তাতে পড়ে যায়, তাহলে সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। নিদ্রিত অবস্থায় বিভিন্ন পশুরা, বিশেষ করে সর্প তাকে নিরন্তর দংশন করে।

শ্লোক ১০

কর্হি স্ম চিৎ ক্ষুদ্ররসান্ বিচিন্বং-
স্তন্মক্ষিকাভির্ব্যথিতো বিমানঃ ।
তত্রাতিকৃচ্ছ্রাৎ প্রতিলব্ধমানো
বলাদ্বিলুম্পন্ত্যথ তং ততোঽন্যে ॥ ১০ ॥

কর্হি স্ম চিৎ—কখনও কখনও; **ক্ষুদ্র**—অতি নগণ্য; **রসান্**—মৈথুনসুখ; **বিচিন্বন্**—অন্বেষণ করে; **তৎ**—সেই রমণীদের; **মক্ষিকাভিঃ**—মৌমাছিদের দ্বারা অথবা পতি বা আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা; **ব্যথিতঃ**—যন্ত্রণাভোগ করে; **বিমানঃ**—অপমানিত হয়; **তত্র**—তাতে; **অতি**—অত্যন্ত; **কৃচ্ছ্রাৎ**—ধন ব্যয় করার ফলে বহু কষ্টে; **প্রতিলব্ধমানঃ**—মৈথুনসুখ লাভ করে; **বলাৎ**—বলপূর্বক; **বিলুম্পন্তি**—অপহরণ করে; **অথ**—তারপর; **তম্**—ইন্দ্রিয়সুখের বস্তু (স্ত্রী); **তস্ত**—তার থেকে; **অন্যে**—অন্য ব্যভিচারী ব্যক্তি।

অনুবাদ

কখনও কখনও অতি নগণ্য রতিসুখ উপভোগের জন্য সে অসতী রমণীর অন্বেষণ করে। তার সেই প্রচেষ্টায় সে সেই রমণীর আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা অপমানিত এবং নির্যাতিত হয়। তার সেই প্রচেষ্টা ঠিক মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে মৌমাছিদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার মতো। কখনও কখনও বহু অর্থ ব্যয় করে সে রতিসুখের জন্য পরদার লাভ করে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার ইন্দ্রিয়সুখের বস্তু সেই রমণীটিকে অন্য কোন লম্পট বলপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যায়।

তাৎপর্য

অরণ্যে মৌচাক পাওয়া যায়। কখনও কখনও মানুষ সেই মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে মৌমাছিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। মানব-সমাজে যারা কৃষ্ণভক্ত নয়, তারা কেবল স্ত্রীসম্ভোগরূপ মধু আস্বাদনের জন্য সংসাররূপ অরণ্যে থাকে। এই প্রকার লম্পটেরা কখনও এক স্ত্রীকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তারা বহু স্ত্রী সম্ভোগ করতে চায়। তারা দিনের পর দিন বহু প্রচেষ্টার পর এই প্রকার রমণী লাভ করে, এবং কখনও কখনও এই প্রকার মধু আস্বাদনের চেষ্টা করার সময় তারা সেই রমণীর আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং কঠোরভাবে নির্যাতিত হয়। বহু ধন ব্যয় করে কখনও তারা রতিসুখের জন্য পরস্ত্রী লাভ করে, কিন্তু অন্য কোন লম্পট এসে বলপূর্বক তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায় অথবা শ্রেষ্ঠ বস্তুর প্রলোভন দেখিয়ে তার কাছ থেকে তাকে নিয়ে চলে যায়। এই সংসাররূপ অরণ্যে এই প্রকার রমণী-শিকার বৈধভাবে অথবা অবৈধভাবে চলছে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের ভক্তরা অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ সেই জন্য বর্জন করেন, এবং তার ফলে তারা বহু দুঃখ-কষ্ট এড়িয়ে যান। মানুষের বিবাহিত এক পত্নীতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না করে এবং সেই জন্য দণ্ডভোগ না করে, মানুষ তার পত্নীর মাধ্যমে তার কামবাসনা চরিতার্থ করতে পারে।

শ্লোক ১১

ক্বচিচ্চ শীতাতপবাতবর্ষ-
প্রতিক্রিয়াং কর্তুমনীশ আস্তে ।
ক্বচিন্মিথো বিপণন্ যচ্চ কিঞ্চিদ্
বিদ্বেষমৃচ্ছত্যুত বিত্তশাঠ্যাৎ ॥ ১১ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **চ**—ও; **শীত-আতপ-বাত-বর্ষ**—হাড়কাঁপানো শীত, কাঠফাটা রোদ, প্রচণ্ড ঝড় এবং প্রবল বৃষ্টি; **প্রতিক্রিয়াম্**—প্রতিক্রিয়া; **কর্তুম্**—করার জন্য; **অনীশঃ**—অক্ষম হয়ে; **আস্তে**—দুঃখ-দুর্দশায় থাকে; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **মিথঃ**—পরস্পর; **বিপণন্**—বিক্রি করে; **যৎ চ**—যা কিছু; **কিঞ্চিৎ**—স্বল্প পরিমাণ; **বিদ্বেষম্**—শত্রুতা; **ঋচ্ছতি**—প্রাপ্ত হয়; **উত**—বলা হয়; **বিত্ত-শাঠ্যাৎ**—কেবল ধনের জন্য পরস্পরকে বঞ্চনা।

অনুবাদ

কখনও কখনও জীব হাড়কাঁপানো শীত, প্রচণ্ড গরম, প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝা, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক উৎপাতের প্রতিকার করার কার্যে ব্যস্ত থাকে। যখন সে তা করতে অক্ষম হয়, তখন সে প্রচণ্ড কষ্টভোগ করে। কখনও কখনও ব্যবসা বাণিজ্যে সে অন্যের দ্বারা বঞ্চিত হয়। এইভাবে পরস্পরকে বঞ্চনা করার চেষ্টার ফলে তাদের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য জীবন-সংগ্রামের প্রচেষ্টার এটি একটি দৃষ্টান্ত। তার ফলে সমাজে শত্রুতার সৃষ্টি হয়, এবং এইভাবে সমাজ ঈর্ষাপরায়ণ মানুষে পূর্ণ হয়ে ওঠে। একজন মানুষ অন্যের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, এবং এটিই হচ্ছে জড়-জাগতিক জীবনের পন্থা। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি নির্মৎসর পরিবেশ সৃষ্টি করা। সকলের পক্ষে অবশ্য কৃষ্ণভক্ত হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এক আদর্শ সমাজ সৃষ্টি করতে পারে যেখানে কোন রকম মাৎসর্য নেই।

শ্লোক ১২

ক্বচিৎ ক্বচিৎ ক্ষীণধনস্তু তস্মিন্
শয্যাসনস্থানবিহারহীনঃ ।

যাচন্ পরাদপ্রতিলব্ধকামঃ
পারক্যদৃষ্টির্লভতেঽবমানম্ ॥ ১২ ॥

ক্বচিৎ ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **ক্ষীণ-ধনঃ**—সমস্ত ধন-সম্পদ হারিয়ে; **তু**—কিন্তু; **তস্মিন্**—সেই অরণ্যে; **শয্যা**—বিছানা; **আসন**—আসন; **স্থান**—বাসস্থান; **বিহার**—পরিবার-সহ উপভোগ করার; **হীনঃ**—রহিত হয়ে; **যাচন্**—ভিক্ষা করে; **পরাৎ**—অন্যদের (আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের) থেকে; **অপ্রতিলব্ধ-কামঃ**—বাসনা পূর্ণ না হওয়ায়; **পারক্য-দৃষ্টিঃ**—অন্যের ধন-সম্পদের জন্য লোলুপ হয়; **লভতে**—লাভ করে; **অবমানম্**—অপমান।

অনুবাদ

সংসার অরণ্যের পথে মানুষ কখনও ধনহীন হয়ে যায় এবং তার ফলে তার উপযুক্ত ঘর, বিছানা বা আসন থাকে না এবং সে যথাযথভাবে পারিবারিক সুখ উপভোগ করতে পারে না। তাই সে অন্যদের কাছ থেকে অর্থ ভিক্ষা করতে যায়, কিন্তু ভিক্ষার ফলে যখন তার বাসনা পূর্ণ হয় না, তখন সে ঋণ করতে চায় অথবা পরের সম্পদ অপহরণ করতে চায়। এইভাবে সে সমাজে অপমানিত হয়।

তাৎপর্য

ভিক্ষা, ঋণ অথবা অপহরণ—এই সংসারের স্বাভাবিক রীতি। মানুষ যখন অভাবগ্রস্ত হয়, তখন সে ভিক্ষা করে, ঋণ করে অথবা অপহরণ করে। ভিক্ষায় অকৃতকার্য হলে সে ঋণ করে। সে যখন ঋণ শোধ করতে না পারে, তখন সে চুরি করে, এবং যখন সে ধরা পড়ে, তখন সে অপমানিত হয়। এটিই হচ্ছে সংসার-জীবনের নিয়ম। এখানে কেউই খুব সৎ জীবন যাপন করতে পারে না; তাই ছলনা, প্রবঞ্চনা, ভিক্ষা, ঋণ অথবা অপহরণের দ্বারা মানুষ তার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করে। এইভাবে এই সংসারে কেউই শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে না।

শ্লোক ১৩

অন্যোন্যবিত্তব্যতিষঙ্গবৃদ্ধ-
বৈরানুবন্ধো বিবহন্মিথশ্চ ।

অধ্বন্যমুষ্মিন্নুরুকৃচ্ছ্রবিত্ত-
বাধোপসর্গৈর্বিহরন্ বিপন্নঃ ॥ ১৩ ॥

অন্যোন্য—পরস্পরের সঙ্গে; **বিত্ত-ব্যতিষঙ্গ**—ধন বিনিময়ের দ্বারা; **বৃদ্ধ**—বর্ধিত; **বৈর-অনুবন্ধঃ**—শত্রুতা; **বিবহন্**—বিবাহ করে; **মিথঃ**—পরস্পর; **চ**—এবং; **অধ্বনি**—সংসার মার্গে; **অমুষ্মিন্**—তা; **উরু-কৃচ্ছ্র**—বহু কষ্টে; **বিত্ত-বাধ**—অর্থাভাবের দ্বারা; **উপসর্গৈঃ**—রোগের দ্বারা; **বিহরন্**—ভ্রমণ করে; **বিপন্নঃ**—সর্বতোভাবে বিপন্ন হয়।

অনুবাদ

আর্থিক লেনদেনের ফলে সম্পর্ক তিক্ত হয় এবং চরমে শত্রুতায় পরিণত হয়। কখনও কখনও পতি-পত্নী জাগতিক উন্নতির পথে অগ্রসর হয় এবং তাদের সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। কখনও কখনও অর্থাভাবের ফলে অথবা রোগগ্রস্ত হওয়ার ফলে তারা অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে মরণাপন্ন হয়।

তাৎপর্য

এই সংসারে মানুষের মধ্যে, সমাজের মধ্যে, এমনকি রাষ্ট্রের মধ্যে অনেক প্রকার লেনদেন হয়। কিন্তু চরমে দুই পক্ষের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়। তেমনই বিবাহের সম্পর্কেও আর্থিক লেনদেনের ফলে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আর তা ছাড়া মানুষ রোগ অথবা অর্থাভাবের ফলেও বিপন্ন হয়। আধুনিক যুগে প্রায় সব কয়টি দেশই অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করেছে, কিন্তু ব্যবসায়িক লেনদেনের ফলে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হয়ে গেছে। চরমে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধের সৃষ্টি হয়, তার ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে ধ্বংসলীলা শুরু হয় এবং মানুষ প্রচণ্ড দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে।

শ্লোক ১৪

তাংস্তান্ বিপন্নান্ স হি তত্র তত্র
বিহায় জাতং পরিগৃহ্য সার্থঃ ।
আবর্ততেঽদ্যাপি ন কশ্চিদত্র
বীরাধ্বনঃ পারমুপৈতি যোগম্ ॥ ১৪ ॥

তান্ তান্—তারা সকলে; **বিপন্নান্**—বিভিন্নভাবে বিপন্ন হয়ে; **সঃ**—জীব; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **তত্র তত্র**—ইতস্তত; **বিহায়**—পরিত্যাগ করে; **জাতম্**—নবজাত; **পরিগৃহ্য**—গ্রহণ করে; **স-অর্থঃ**—স্বার্থান্বেষী জীব; **আবর্ততে**—এই অরণ্যে বিচরণ করে; **অদ্য-অপি**—এখন পর্যন্ত; **ন**—না; **কশ্চিৎ**—তাদের কেউ; **অত্র**—এই অরণ্যে; **বীর**—হে বীর; **অধ্বনঃ**—সংসার-জীবনের মার্গ; **পারম্**—চরম লক্ষ্য; **উপৈতি**—প্রাপ্ত হয়; **যোগম্**—ভগবদ্ভক্তির পন্থা।

অনুবাদ

হে রাজন্, সংসার-অরণ্যের মার্গে মানুষ প্রথমে তার পিতা-মাতাকে হারায়। তাদের মৃত্যুর পর সে তার নবজাত সন্তান-সন্ততির প্রতি আসক্ত হয়। এইভাবে সে জড়-জাগতিক উন্নতির পথে বিচরণ করে এবং কালক্রমে বিপন্ন হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, অন্তিম সময় পর্যন্ত সে বুঝতে পারে না কিভাবে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায়।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে পারিবারিক জীবন হচ্ছে যৌনসুখ ভোগের একটি সংস্থান। *যন্মৈথুনাদিগৃহমেধিসুখম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৯/৪৫)। মৈথুনের মাধ্যমে পিতা-মাতা সন্তান উৎপাদন করে এবং সন্তান-সন্ততিরাও বিবাহ করে সেই মৈথুন মার্গেই বিচরণ করে। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর, সন্তানেরা বিবাহ করে তাদের সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করে। এইভাবে বংশানুক্রমে জড়-জাগতিক জীবনের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত না হয়ে, একইভাবে তারা সংসার-মার্গে বিচরণ করতে থাকে। জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের আধ্যাত্মিক পন্থা, যা চরমে ভক্তিযোগে পর্যবসিত হয়, তা কেউই গ্রহণ করতে চায় না। প্রকৃতপক্ষে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞান এবং বৈরাগ্য। তার দ্বারা ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। দুর্ভাগ্যবশত এই যুগে মানুষেরা সাধুসঙ্গ না করে তাদের একঘেয়ে পারিবারিক জীবনেই আসক্ত থাকতে চায়। তার ফলে তারা কামিনী-কাঞ্চনের মায়ায় মোহিত হয়ে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে।

শ্লোক ১৫

মনস্বিনো নির্জিতদিগ্গজেন্দ্রা
মমেতি সর্বে ভুবি বদ্ধবৈরাঃ ।
মৃধে শয়ীরন্ন তু তদ্ব্রজন্তি
যন্ন্যস্তদণ্ডো গতবৈরোঽভিযাতি ॥ ১৫ ॥

মনস্বিনঃ—মহা বলবান ব্যক্তি (মনোধর্মী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ); **নির্জিত-দিক্-গজেন্দ্রাঃ**—যারা দিগ্গজের মতো বলবান বীরদের পরাভূত করেছেন; **মম**—আমার (আমার জমি, আমার দেশ, আমার পরিবার, আমার সমাজ, আমার ধর্ম); **ইতি**—এইভাবে; **সর্বে**—সমস্ত (মহান রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় নেতা); **ভুবি**—এই পৃথিবীতে; **বদ্ধ-বৈরাঃ**—যারা পরস্পর বৈরীভাব সৃষ্টি করেছে; **মৃধে**—যুদ্ধে; **শয়ীরন্**—মৃত্যুবরণ করে ধরাশায়ী হয়েছে; **ন**—না; **তু**—কিন্তু; **তৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের ধাম; **ব্রজন্তি**—প্রাপ্ত হয়; **যৎ**—যা; **ন্যস্ত-দণ্ডঃ**—সন্ন্যাসী; **গত-বৈরঃ**—সমগ্র জগতে যার কোন শত্রু নেই; **অভিযাতি**—সেই সিদ্ধি লাভ করেন।

অনুবাদ

এমন অনেক রাজনৈতিক ও সামাজিক বীর ছিল এবং রয়েছে যারা সমান শক্তিশালী শত্রুদের পরাভূত করেছে, কিন্তু তবুও অজ্ঞানতাবশত কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডকে তাদের নিজের সম্পত্তি বলে মনে করে, তার উপর অধিকার বিস্তার করার জন্য তারা পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে। মহাবীর অথবা বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা হওয়া সত্ত্বেও, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা যে পরম পদ প্রাপ্ত হন, অধ্যাত্ম উপলব্ধির সেই পথ তারা অবলম্বন করতে পারে না।

তাৎপর্য

বড় বড় রাজনৈতিক নেতারা তাদের সমশক্তিসম্পন্ন রাজনৈতিক শত্রুদের পরাস্ত করতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের সঙ্গে সর্বদা উপস্থিত থাকে যে প্রবল ইন্দ্রিয়রূপী শত্রু, তাদের তারা পরাভূত করতে পারে না। এই নিকটস্থ শত্রুকে পরাস্ত করতে অক্ষম হয়ে, তারা কেবল তাদের অন্যান্য শত্রুদের পরাস্ত করার চেষ্টা করে, এবং অবশেষে জীবন-সংগ্রামে পরাস্ত হয়ে তারা মৃত্যুবরণ করে। তারা অধ্যাত্ম উপলব্ধির পথ গ্রহণ করে না বা সন্ন্যাসী হয় না। কখনও কখনও এই সমস্ত বড় বড় নেতারা সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে নিজেদের মহাত্মা বলে প্রচার করে, কিন্তু তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক শত্রুদের পরাস্ত করা। যেহেতু তারা "এটি আমার দেশ এবং এটি আমার পরিবার", এই মোহে আচ্ছন্ন হয়ে তাদের জীবনের অপচয় করে, তাই তারা আধ্যাত্মিক মার্গে উন্নতি সাধন করে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না।

শ্লোক ১৬

প্রসজ্জতি ক্বাপি লতাভুজাশ্রয়-
স্তদাশ্রয়াব্যক্তপদদ্বিজস্পৃহঃ ।
ক্বচিৎ কদাচিদ্ধরিচক্রতস্ত্রসন্
সখ্যং বিধত্তে বককঙ্কগৃধ্রৈঃ ॥ ১৬ ॥

প্রসজ্জতি—অত্যন্ত আসক্ত হয়; **ক্বাপি**—কখনও কখনও; **লতা-ভুজ-আশ্রয়ঃ**—যারা তাদের সুন্দরী পত্নীর লতাসদৃশ কোমল বাহুর আশ্রয় গ্রহণ করে; **তৎ-আশ্রয়**—যারা এই প্রকার লতার আশ্রয়ে আশ্রিত; **অব্যক্ত-পদ**—যে অস্পষ্ট স্বরে গান গায়; **দ্বিজ-স্পৃহঃ**—পাখির গান শোনার অভিলাষ করে; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **কদাচিৎ**—কোন স্থানে; **হরি-চক্রতঃ ত্রসন্**—সিংহের গর্জনে ভীত হয়ে; **সখ্যম্**—সখ্য; **বিধত্তে**—করে; **বক-কঙ্ক-গৃধ্রৈঃ**—বক, সারস এবং শকুনির সঙ্গে।

অনুবাদ

কখনও কখনও জীব সংসাররূপী অরণ্যে লতার আশ্রয় অবলম্বন করে এবং সেই লতাশ্রিত বিহঙ্গকুলের কলধ্বনি শ্রবণ করার বাসনা করে। সেই অরণ্যে সিংহের গর্জনে ভীত হয়ে, সে বক, সারস এবং শকুনির সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে।

তাৎপর্য

সংসার-অরণ্যে বহু পশু-পক্ষী, বৃক্ষ এবং লতা রয়েছে। জীব কখনও কখনও লতার আশ্রয় গ্রহণ করতে চায়; অর্থাৎ, পত্নীর লতাসদৃশ বাহুর আলিঙ্গনে সুখী হতে চায়। এই লতায় অনেক কূজনকারী পক্ষী থাকে; অর্থাৎ, সে তার পত্নীর মধুর কণ্ঠস্বর শুনে আনন্দ অনুভব করতে চায়। কিন্তু, বার্ধক্যে সে যখন আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়, যার তুলনা করা হয়েছে সিংহের গর্জনের সঙ্গে, তখন সেই সিংহের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য সে ভণ্ড স্বামী, যোগী, অবতার, প্রবঞ্চক এবং প্রতারকদের শরণাপন্ন হয়। এইভাবে মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে সে তার জীবন ব্যর্থ করে। বলা হয়, *হরিং বিনা সৃতিং ন তরন্তি*—পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া আসন্ন মৃত্যুর থেকে কখন রক্ষা পাওয়া যায় না। *হরি* শব্দটির অর্থ সিংহ এবং পরমেশ্বর ভগবান উভয়ই। হরির হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে অর্থাৎ মৃত্যুরূপী সিংহের কবল থেকে রক্ষা পেতে হলে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির আশ্রয় অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য। অজ্ঞ মানুষেরা মৃত্যুর হাত থেকে

উদ্ধার পাওয়ার আশায় অভক্ত প্রবঞ্চক এবং প্রতারকদের আশ্রয় গ্রহণ করে। সংসাররূপী অরণ্যে জীব প্রথমে পত্নীর লতাসদৃশ বাহুযুগলের আশ্রয়ে এবং তার মধুর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করে সুখী হতে চায়। তারপর সে তথাকথিত গুরু এবং সাধুর আশ্রয় গ্রহণ করে, যাদের তুলনা করা হয়েছে বক, সারস এবং শকুনির সাথে। এইভাবে, পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় অবলম্বন না করার ফলে উভয় দিকেই সে বঞ্চিত হয়।

শ্লোক ১৭

তৈর্বঞ্চিতো হংসকুলং সমাবিশ-
ন্নরোচয়ন্ শীলমুপৈতি বানরান্ ।
তজ্জাতিরাসেন সুনির্বৃতেন্দ্রিয়ঃ
পরস্পরোদ্বীক্ষণবিস্মৃতাবধিঃ ॥ ১৭ ॥

তৈঃ—তাদের দ্বারা (তথাকথিত যোগী, স্বামী, অবতার, গুরুরূপী প্রতারক এবং প্রবঞ্চকদের দ্বারা); **বঞ্চিতঃ**—প্রতারিত হয়ে; **হংস-কুলম্**—পরমহংস বা মহান ভক্তদের সঙ্গ; **সমাবিশন্**—সম্পর্ক স্থাপন করে; **অরোচয়ন্**—সন্তুষ্ট না হয়ে; **শীলম্**—তাদের আচরণ; **উপৈতি**—সমীপবর্তী হয়; **বানরান্**—বানরদের, যারা স্বভাবতই অসচ্চরিত্র লম্পট; **তৎ-জাতি-রাসেন**—এই প্রকার লম্পটদের সঙ্গে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের দ্বারা; **সুনির্বৃত-ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের সুযোগের দ্বারা অত্যন্ত তৃপ্ত হয়ে; **পরস্পর**—পরস্পরের; **উদ্বীক্ষণ**—মুখ দর্শন করে; **বিস্মৃত**—যে ভুলে গেছে; **অবধিঃ**—জীবনের অন্ত।

অনুবাদ

এই সংসার-অরণ্যে তথাকথিত যোগী, স্বামী এবং অবতারদের কাছে বঞ্চিত হয়ে, তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে জীব প্রকৃত ভক্তের সান্নিধ্য লাভ করতে চায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে তার গুরুদেব বা মহাভাগবতের নির্দেশ পালন করতে পারে না; এবং তাই সে তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে পুনরায় স্ত্রীসঙ্গে ইন্দ্রিয়সুখ পরায়ণ বানরদের সান্নিধ্যে ফিরে যায়। ইন্দ্রিয়সুখ পরায়ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে মদ এবং মৈথুনের আনন্দ উপভোগ করে সে সুখী হতে চায়। এইভাবে সে তার জীবনের অপচয় করে। অন্যান্য ইন্দ্রিয়সুখ পরায়ণ ব্যক্তিদের মুখ দর্শন করে, সে তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

তাৎপর্য

কখনও কখনও মূর্খ মানুষেরা অসৎ সঙ্গের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ভগবদ্ভক্ত এবং ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সান্নিধ্যে আসে এবং সদ্‌গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে। শ্রীগুরুদেবের উপদেশ অনুসারে সে বিধিনিষেধ পালন করার চেষ্টা করে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে তার গুরুদেবের উপদেশ পালন করতে পারে না। তাই সে ভক্তসঙ্গ পরিত্যাগ করে নেশাসক্ত মৈথুন পরায়ণ লাঙ্গুলহীন বানরসদৃশ মানুষদের কাছে ফিরে যায়। তথাকথিত অধ্যাত্মবাদীদের বানরের সঙ্গে তুলনা করা হয়। বাহ্যদৃষ্টিতে বানরদের কখনও কখনও সাধুর মতো মনে হয়, কারণ তারা উলঙ্গ অবস্থায় বনের ফল-মূল খেয়ে থাকে, কিন্তু তাদের একমাত্র বাসনা হচ্ছে বহু স্ত্রীবানর রেখে তাদের সঙ্গে মৈথুনসুখ উপভোগ করা। কখনও কখনও তথাকথিত অধ্যাত্ম-জীবনের অন্বেষণকারী ব্যক্তিরা পারমার্থিক জীবনের অন্বেষণ করতে গিয়ে কৃষ্ণভক্তের সান্নিধ্যে আসে, কিন্তু তারা পারমার্থিক জীবনের বিধি-নিষেধগুলি পালন করতে পারে না। তার ফলে তারা ভক্তসঙ্গ পরিত্যাগ করে পুনরায় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে ফিরে যায়, এবং তাদের তুলনা করা হয় বানরদের সঙ্গে। পুনরায় তারা মৈথুন এবং নেশার জীবনে ফিরে গিয়ে, পরস্পরের মুখ দর্শন করে তৃপ্তি অনুভব করে। এইভাবে তারা তাদের জীবন অতিবাহিত করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

শ্লোক ১৮

দ্রুমেষু রংস্যন্ সুতদারবৎসলো
ব্যবায়দীনো বিবশঃ স্ববন্ধনে ।
ক্বচিৎ প্রমাদাদ্‌গিরিকন্দরে পতন্
বল্লীং গৃহীত্বা গজভীত আস্থিতঃ ॥ ১৮ ॥

দ্রুমেষু—বৃক্ষে (অথবা বৃক্ষসদৃশ গৃহে যাতে বানর এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফ দেয়); **রংস্যন্**—উপভোগ করে; **সুত-দার-বৎসলঃ**—স্ত্রী-পুত্রের প্রতি আসক্ত হয়ে; **ব্যবায়দীনঃ**—মৈথুনাসক্ত হওয়ার ফলে দুর্বল হৃদয়; **বিবশঃ**—পরিত্যাগ করতে অক্ষম; **স্ব-বন্ধনে**—কর্মফলের বন্ধনে; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **প্রমাদাৎ**—আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে; **গিরি-কন্দরে**—পর্বতের গুহায়; **পতন্**—পতিত হয়ে; **বল্লীম্**—লতার শাখা; **গৃহীত্বা**—অবলম্বন করে; **গজ-ভীতঃ**—হস্তিসদৃশ মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে; **আস্থিতঃ**—সেই অবস্থায় থাকে।

অনুবাদ

জীব যখন একটি বানরের মতো এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফালাফি করে বৃক্ষসদৃশ গৃহে কেবল মৈথুন-সুখের জন্য জীবনযাপন করে, তখন সে একটি গর্দভের মতো তার স্ত্রীর পদাঘাতে তাড়িত হয়। সেই বন্ধন থেকে মুক্তি লাভে অক্ষম হয়ে, সে অসহায়ের মতো পড়ে থাকে। কখনও কখনও সে দুরারোগ্য ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়, যার তুলনা করা হয়েছে পর্বত-কন্দরে পতিত হওয়ার সঙ্গে। সেই পর্বত-গহ্বরে অবস্থিত হস্তীসদৃশ মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে, সে লতাবল্লী অবলম্বন করে অবস্থান করে।

তাৎপর্য

এখানে গৃহস্থ-জীবনের ভয়াবহ পরিস্থিতির বর্ণনা করা হয়েছে। গৃহস্থ-জীবন দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ। সেই জীবনের একমাত্র আকর্ষণ হচ্ছে পত্নীর সঙ্গে মৈথুনসুখ উপভোগ করা। মৈথুনের সময় স্ত্রী-গর্দভ যেভাবে পুরুষ-গর্দভকে পদপ্রহার করে, সেই ভাবে পত্নীও তাকে পদাঘাত করে। নিরন্তর মৈথুন পরায়ণ হওয়ার ফলে, সে বহু দুরারোগ্য ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়। তখন সে হস্তীসদৃশ মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে, ঠিক একটি বানরের মতো সেই বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা থেকে ঝুলতে থাকে।

শ্লোক ১৯

অতঃ কথঞ্চিৎ স বিমুক্ত আপদঃ
পুনশ্চ সার্থং প্রবিশত্যরিন্দম ।
অধ্বন্যমুষ্মিন্নজয়া নিবেশিতো
ভ্রমঞ্জনোঽদ্যাপি ন বেদ কশ্চন ॥ ১৯ ॥

অতঃ—তা থেকে; **কথঞ্চিৎ**—কোন প্রকারে; **সঃ**—সে; **বিমুক্তঃ**—মুক্ত; **আপদঃ**—বিপদ থেকে; **পুনঃ চ**—পুনরায়; **স-অর্থম্**—সেই জীবনে আগ্রহশীল হয়ে; **প্রবিশতি**—শুরু করে; **অরিম্-দম্**—হে শত্রুহন্তা রাজন্; **অধ্বনি**—সুখভোগের পথে; **অমুষ্মিন্**—সেই; **অজয়া**—মায়ার প্রভাবে; **নিবেশিতঃ**—মগ্ন হয়ে; **ভ্রমন্**—ভ্রমণ করে; **জনঃ**—বদ্ধ জীব; **অদ্য-অপি**—মৃত্যু পর্যন্ত; **ন বেদ**—বুঝতে পারে না; **কশ্চন**—কোন কিছু।

অনুবাদ

হে শত্রুহন্তা মহারাজ রহূগণ, জীবাত্মা যদি কোনক্রমে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হয়, তবুও সে পুনরায় মৈথুনসুখ উপভোগ করার জন্য তার গৃহে ফিরে যায়, কারণ সেটিই হচ্ছে আসক্তির রীতি। এইভাবে ভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা মোহিত হয়ে, জীব সংসার-অরণ্যে বিচরণ করতে থাকে। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত সে তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য খুঁজে পায় না।

তাৎপর্য

এটিই হচ্ছে সংসার-জীবনের রীতি। কেউ যখন মৈথুনাসক্ত হয়, তখন সে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে যে সে আর তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/৫/৩১) বলা হয়েছে, *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্*—সাধারণত মানুষেরা তাদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। *বেদে* উল্লেখ করা হয়েছে, *ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ*—যাঁরা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেছেন, তাঁরা কেবল শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মই দর্শন করেন। বদ্ধ জীবেরা কিন্তু ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে তাদের সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য মোটেই আগ্রহী হয় না। তারা কেবল জড়-জাগতিক কার্যকলাপের মোহে মোহিত হয়ে, তথাকথিত নেতাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে, জড়-জগতের বন্ধনে চিরকাল আবদ্ধ থাকে।

শ্লোক ২০

রহূগণ ত্বমপি হ্যধ্বনোঽস্য
সংন্যস্তদণ্ডঃ কৃতভূতমৈত্রঃ ।
অসজ্জিতাত্মা হরিসেবয়া শিতং
জ্ঞানাসিমাদায় তরাতিপারম্ ॥ ২০ ॥

রহূগণ—হে মহারাজ রহূগণ; **ত্বম্**—আপনি; **অপি**—ও; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অধ্বনঃ**—সংসার-মার্গে; **অস্য**—এই; **সংন্যস্তদণ্ডঃ**—অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার রাজদণ্ড পরিত্যাগ করে; **কৃত-ভূত-মৈত্রঃ**—সকলের প্রতি মৈত্রীপরায়ণ হয়ে; **অসৎ-জিত-আত্মা**—যার মন জড় সুখভোগের প্রতি আকৃষ্ট নয়; **হরিসেবয়া**—ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; **শিতম্**—তীক্ষ্ণধার; **জ্ঞান-অসিম্**—জ্ঞানরূপ তরবারি; **আদায়**—হাতে নিয়ে; **তর**—উত্তীর্ণ হোন; **অতি-পারম্**—পারমার্থিক জীবনের চরম লক্ষ্য।

অনুবাদ

হে মহারাজ রহূগণ, আপনিও জড় সুখভোগের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মায়ার শিকার হয়েছেন। তাই আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি, আপনি আপনার রাজপদ এবং রাজদণ্ড পরিত্যাগ করুন যাতে আপনি সমস্ত জীবের সুহৃৎ হতে পারেন। বিষয়াসক্তি ত্যাগ করে আপনি ভগবদ্ভক্তির দ্বারা শাণিত জ্ঞানরূপ তরবারি গ্রহণ করুন, এবং তার দ্বারা মায়াপাশ ছিন্ন করে ভবসাগরের পরপারে গমন করুন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ জড় জগৎকে একটি মায়ার বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া সকলেরই কর্তব্য—

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা ।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলম্
অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥
ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥

"এই বৃক্ষের প্রকৃত রূপ এই জগতে দর্শন করা যায় না। তার আদি, অন্ত অথবা মূল যে কোথায় তা কেউই বুঝতে পারে না। কিন্তু মানুষের কর্তব্য হচ্ছে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় সহকারে বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা এই বৃক্ষটিকে ছেদন করা। তারপর যেখানে ফিরে গেলে আর এখানে ফিরে আসতে হয় না সেই স্থানের অন্বেষণ করে, সেখানে সবকিছুর আদি এবং অনাদিকাল ধরে যিনি সবকিছুর আশ্রয়, সেই পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়া উচিত।" (*ভগবদ্গীতা* ১৫/৩-৪)

শ্লোক ২১

রাজোবাচ

অহো নৃজন্মাখিলজন্মশোভনং
কিং জন্মভিস্ত্বপরৈরপ্যমুষ্মিন্ ।
ন যদ্ধৃষীকেশযশঃকৃতাত্মনাং
মহাত্মনাং বঃ প্রচুরঃ সমাগমঃ ॥ ২১ ॥

রাজা উবাচ—মহারাজ রহূগণ বললেন; **অহো**—হায়; **নৃ-জন্ম**—মনুষ্যজন্ম; **অখিল-জন্ম-শোভনম্**—সমস্ত জন্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **কিম্**—কি প্রয়োজন; **জন্মভিঃ**—স্বর্গলোকে দেবতা আদি উচ্চতর যোনিতে জন্মগ্রহণ; **তু**—কিন্তু; **অপরৈঃ**—নিকৃষ্ট; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **অমুষ্মিন্**—পরবর্তী জন্মে; **ন**—না; **যৎ**—যা; **হৃষীকেশ-যশঃ**—পরমেশ্বর ভগবান হৃষীকেশের মহিমার দ্বারা; **কৃত-আত্মনাম্**—যাঁদের হৃদয় নির্মল; **মহা-আত্মনাম্**—প্রকৃত মহাত্মা; **বঃ**—আমাদের; **প্রচুরঃ**—পর্যাপ্ত; **সমাগমঃ**—সঙ্গ।

অনুবাদ

মহারাজ রহূগণ বললেন—এই মনুষ্যজন্ম সমস্ত জন্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। স্বর্গলোকে দেবজন্মও এই পৃথিবীতে মনুষ্য-জন্মের মতো উৎকৃষ্ট নয়। অতএব দেবত্ব লাভের কি প্রয়োজন? স্বর্গলোকে প্রচুর সুখভোগের সুযোগ থাকার ফলে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভ সম্ভব হয় না।

তাৎপর্য

মনুষ্যজন্ম আত্ম-উপলব্ধির এক মহান সুযোগ। কেউ উচ্চতর লোকে দেবতাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু সেখানে অত্যধিক জড় সুখভোগের সুযোগ থাকার ফলে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। এমনকি এই পৃথিবীতেও যারা অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী, তারা সাধারণত কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে চায় না। জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে অভিলাষী যথার্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করা। এই সঙ্গ প্রভাবে ধীরে ধীরে কামিনী-কাঞ্চনের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কামিনী এবং কাঞ্চন জড় আসক্তির প্রধান ভিত্তি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই উপদেশ দিয়েছেন, যারা প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে ঐকান্তিকভাবে অভিলাষী, তাদের কর্তব্য হচ্ছে কামিনী-কাঞ্চনের মোহ সর্বতোভাবে ত্যাগ করা। কামিনী এবং কাঞ্চন পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় ব্যবহার করা যেতে পারে, এবং যিনি তা করেন তিনি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন। *সতাং প্রসঙ্গান্ মম বীর্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়ণাঃ কথাঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৩/২৫/২৫)। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গেই কেবল ভগবানের মহিমা আস্বাদন করা যায়। শুদ্ধ ভক্তের স্বল্প সঙ্গ প্রভাবেই ভগবদ্ধামের উদ্দেশে যাত্রা সফল হতে পারে।

শ্লোক ২২

ন হ্যদ্ভুতং ত্বচ্চরণাব্জরেণুভি-
র্হতাংহসো ভক্তিরধোক্ষজেঽমলা ।
মৌহূর্তিকাদ্ যস্য সমাগমাচ্চ মে
দুস্তর্কমূলোঽপহতোঽবিবেকঃ ॥ ২২ ॥

ন—না; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **ত্বৎ-চরণ-অব্জ-রেণুভিঃ**—আপনার চরণ-কমলের ধূলির দ্বারা; **হত-অংহসঃ**—সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত আমি; **ভক্তিঃ**—ভগবৎ-প্রেম; **অধোক্ষজে**—ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের অতীত পরমেশ্বর ভগবানকে; **অমলা**—সমস্ত জড় কলুষ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত; **মৌহূর্তিকাৎ**—ক্ষণিক; **যস্য**—যাঁর; **সমাগমাৎ**—যার আগমন এবং সঙ্গের দ্বারা; **চ**—ও; **মে**—আমার; **দুস্তর্ক**—মিথ্যা তর্কের; **মূলঃ**—মূল; **অপহতঃ**—সর্বতোভাবে বিনষ্ট; **অবিবেকঃ**—অজ্ঞান।

অনুবাদ

আপনার শ্রীপাদপদ্মের ধূলির দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে জীব যে অধোক্ষজ ভগবানের প্রতি ব্রহ্মারও দুর্লভ শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন, তা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। মুহূর্ত মাত্র আপনার সঙ্গ করার ফলে, আমি এখন সমস্ত কুতর্ক, অহঙ্কার এবং অবিবেক থেকে মুক্ত হয়েছি, যা জড় জগতের বন্ধনের মূল কারণ। আমি এখন এই সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্ত হয়েছি।

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে নিশ্চিতভাবে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। জড় ভরতের সঙ্গে মহারাজ রহূগণের সাক্ষাতের ফলে সেই সত্য নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। মহারাজ রহূগণ তৎক্ষণাৎ অসৎ সঙ্গের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। শুদ্ধ ভক্ত তাঁর শিষ্যদের যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করেন তা এমনই প্রত্যয় উৎপাদন করে যে, তার ফলে অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধি শিষ্যও তৎক্ষণাৎ দিব্য জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ২৩

নমো মহদ্ভ্যোঽস্তু নমঃ শিশুভ্যো
নমো যুবভ্যো নম আবটুভ্যঃ ।

যে ব্রাহ্মণা গামবধূতলিঙ্গা-
শ্চরন্তি তেভ্যঃ শিবমস্তু রাজ্ঞাম্ ॥ ২৩ ॥

নমঃ—নমস্কার; **মহদ্ভ্যঃ**—মহাত্মাদের প্রতি; **অস্তু**—হোক; **নমঃ**—আমার নমস্কার; **শিশুভ্যঃ**—শিশুরূপী মহাত্মাদের; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **যুবভ্যঃ**—যুবকদের; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **আবটুভ্যঃ**—ব্রাহ্মণ বালকদের; **যে**—যাঁরা; **ব্রাহ্মণাঃ**—ব্রহ্মজ্ঞদের; **গাম্**—পৃথিবী; **অবধূত-লিঙ্গাঃ**—বিভিন্ন বেশে যাঁরা তাঁদের পরিচয় গোপন করে রাখেন; **চরন্তি**—বিচরণ করেন; **তেভ্যঃ**—তাঁদের থেকে; **শিবম্ অস্তু**—সর্বতোভাবে মঙ্গল হোক; **রাজ্ঞাম্**—(গর্বোদ্ধত) রাজাদের অথবা রাজবংশের।

অনুবাদ

আমি সেই মহাপুরুষদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যাঁরা এই ধরাতলে শিশু, বালক, অবধূত অথবা মহান ব্রাহ্মণরূপে বিচরণ করেন। যদিও তাঁরা বিভিন্ন বেশে তাঁদের পরিচয় গোপন রাখেন, তবুও আমি তাঁদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। তাঁদের কৃপায়, অপরাধী রাজন্যবর্গের মঙ্গল হোক।

তাৎপর্য

মহারাজ রহূগণ অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছিলেন কারণ তিনি জড় ভরতকে দিয়ে তাঁর শিবিকা বহন করিয়েছিলেন। তাই তিনি সমস্ত ব্রাহ্মণ এবং আত্ম-তত্ত্ববেত্তা মহাপুরুষদের প্রতি প্রার্থনা নিবেদন করতে শুরু করেছিলেন, যদিও তাঁরা শিশুরূপে ক্রীড়ারত অথবা নিজেদের পরিচয় গোপন করে রেখেছিলেন। চতুঃসন পাঁচ বছর বয়স্ক বালকরূপে সর্বত্র বিচরণ করেন। তেমনই বহু ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ রয়েছেন, যাঁরা যুবক রূপে, শিশুরূপে অথবা অবধূত রূপে পৃথিবী পর্যটন করেন। সাধারণত রাজন্যবর্গ তাঁদের পদমর্যাদার গর্বে গর্বিত হয়ে, এই সমস্ত মহাপুরুষদের চরণে অপরাধ করেন। তাই মহারাজ রহূগণ তাঁদের উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন, যাতে অপরাধী রাজন্যবর্গ নরকে অধঃপতিত না হয়। কেউ যদি মহাপুরুষকে অপমান করে, তাহলে সেই মহাপুরুষ সেই অপরাধ গ্রহণ না করলেও, ভগবান তাকে ক্ষমা করেন না। মহারাজ অম্বরীষের চরণে অপরাধ করার পর, দুর্বাসা মুনি নিস্তার লাভের জন্য ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কাছে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁকে ক্ষমা করেননি; তাই মহারাজ অম্বরীষ একজন ক্ষত্রিয় গৃহস্থ হলেও, দুর্বাসা মুনিকে তাঁর চরণ-কমলে পতিত হয়ে ক্ষমাভিক্ষা করতে হয়েছিল। বৈষ্ণব এবং ব্রাহ্মণদের চরণে যাতে অপরাধ না হয়, সেই জন্য সর্বদা অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত।

শ্লোক ২৪

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যেবমুত্তরামাতঃ স বৈ ব্রহ্মর্ষিসুতঃ সিন্ধুপতয় আত্মসতত্ত্বং বিগণয়তঃ পরানুভাবঃ পরমকারুণিকতয়োপদিশ্য রহূগণেন সকরুণমভিবন্দিতচরণ আপূর্ণার্ণব ইব নিভৃতকরণোর্ম্যাশয়ো ধরণিমিমাং বিচচার ॥ ২৪ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি এবম্**—এইভাবে; **উত্তরা-মাতঃ**—হে উত্তরা-তনয় মহারাজ পরীক্ষিৎ; **সঃ**—সেই ব্রাহ্মণ; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ব্রহ্মর্ষিসুতঃ**—মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণের পুত্র জড় ভরত; **সিন্ধু-পতয়ে**—সিন্ধু প্রদেশের রাজাকে; **আত্ম-সতত্ত্বম্**—আত্মার প্রকৃত স্বরূপ; **বিগণয়তঃ**—জড় ভরতকে অপমান করা সত্ত্বেও; **পর-অনুভাবঃ**—যাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি অত্যন্ত উন্নত; **পরম-কারুণিকতয়া**—অধঃপতিত জীবদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু হওয়ার ফলে; **উপদিশ্য**—উপদেশ প্রদান করে; **রহূগণেন**—মহারাজ রহূগণের দ্বারা; **সকরুণম্**—কৃপাপূর্বক; **অভিবন্দিত-চরণঃ**—যাঁর শ্রীপাদপদ্ম পূজিত হয়েছিল; **আপূর্ণ-অর্ণবঃ ইব**—পরিপূর্ণ সমুদ্রের মতো; **নিভৃত**—পূর্ণরূপে শান্ত; **করণ**—ইন্দ্রিয়ের; **ঊর্মি**—তরঙ্গ; **আশয়ঃ**—অন্তঃকরণে; **ধরণিম্**—পৃথিবী; **ইমাম্**—এই; **বিচচার**—পর্যটন করতে লাগলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে উত্তরা-তনয় মহারাজ পরীক্ষিৎ, মহারাজ রহূগণ জড় ভরতকে দিয়ে তাঁর শিবিকা বহন করিয়ে অপমান করেছিলেন বলে, জড় ভরতের মনে কিঞ্চিৎ অসন্তোষের তরঙ্গ উত্থিত হয়েছিল, কিন্তু জড় ভরত তা উপেক্ষা করেছিলেন এবং তাঁর হৃদয় পুনরায় সমুদ্রের মতো প্রশান্ত হয়েছিল। মহারাজ রহূগণ যদিও তাঁকে অপমান করেছিলেন, তবুও তিনি যেহেতু ছিলেন একজন পরমহংস, তাই তিনি তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হননি। বৈষ্ণব হওয়ার ফলে, স্বভাবতই তিনি অত্যন্ত সদয় হৃদয় ছিলেন এবং তাই কৃপাপূর্বক তিনি তাঁকে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেছিলেন। তারপর মহারাজ রহূগণ যখন তাঁর শ্রীপাদপদ্মে কাতরভাবে ক্ষমাভিক্ষা করেন, তখন তিনি সেই অপমানের কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়েছিলেন। তারপর তিনি পূর্বের মতো সমগ্র পৃথিবী পর্যটন করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/২৫/২১) ভগবান কপিলদেব মহাপুরুষের লক্ষণ বর্ণনা করে বলেছেন—*তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্* । নির্মল হৃদয় ভগবদ্ভক্ত অবশ্যই অত্যন্ত সহিষ্ণু। তিনি সমস্ত জীবের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন, এবং তিনি কখনও কারোর প্রতি বৈরীভাব পোষণ করেন না। সাধুর সমস্ত গুণ শুদ্ধ ভক্তে রয়েছে। জড় ভরত তাঁর এক আদর্শ দৃষ্টান্ত। জড় দেহের প্রভাবে মহারাজ রহূগণ যখন তাঁকে অপমান করেছিলেন, তখন অবশ্যই তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি ক্ষুব্ধ হয়েছিল, কিন্তু পরে যখন রাজা বিনীতভাবে তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন, তখন জড় ভরত তাঁকে ক্ষমা করেছিলেন। যারা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার অভিলাষী, তাদের কর্তব্য যদি কোন বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হয়ে থাকে, তাহলে মহারাজ রহূগণের মতো তাঁদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করা। বৈষ্ণবেরা সাধারণত অত্যন্ত দয়ালু; তাই কেউ যখন বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে ক্ষমা ভিক্ষা করেন, সেই বৈষ্ণব তৎক্ষণাৎ তাঁকে সেই অপরাধ থেকে মুক্ত করেন। যদি তা না করা হয়, তাহলে সেই অপরাধ থেকে যাবে এবং তার ফল মোটেই শুভ হবে না।

শ্লোক ২৫

সৌবীরপতিরপি সুজনসমবগতপরমাত্মসতত্ত্ব আত্মন্যবিদ্যাধ্যারোপিতাং চ দেহাত্মমতিং বিসসর্জ । এবং হি নৃপ ভগবদাশ্রিতাশ্রিতানুভাবঃ ॥২৫॥

সৌবীর-পতিঃ—সৌবীর প্রদেশের রাজা; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **সুজন**—একজন মহাপুরুষ থেকে; **সমবগত**—সম্পূর্ণরূপে অবগত হয়ে; **পরমাত্ম-স-তত্ত্বঃ**—পরমাত্মা এবং জীবাত্মার তত্ত্ব; **আত্মনি**—স্বয়ং; **অবিদ্যা**—অজ্ঞানের দ্বারা; **অধ্যারোপিতাম্**—ভ্রান্তিবশত আরোপিত; **চ**—এবং; **দেহ**—দেহে; **আত্ম-মতিম্**—আত্মবুদ্ধি; **বিসসর্জ**—সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে; **এবম্**—এইভাবে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **নৃপ**—হে রাজন্; **ভগবৎ-আশ্রিত-আশ্রিত-অনুভাবঃ**—পরম্পরার ধারায় সৎগুরুর শরণাগত ভক্তের শরণ গ্রহণ করার ফলে; (যিনি নিশ্চিতরূপে দেহাত্মবুদ্ধির অবিদ্যা থেকে মুক্ত হতে সমর্থ)।

অনুবাদ

মহাভাগবত জড় ভরতের কাছ থেকে উপদেশ প্রাপ্ত হওয়ার পর, সৌবীরপতি মহারাজ রহূগণ সর্বতোভাবে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন। তার ফলে

তিনি সম্পূর্ণরূপে দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। হে রাজন্, যিনি ভগবানের দাসের অনুদাসের শরণ গ্রহণ করেন, তিনি সত্যিই ধন্য কারণ তিনি অনায়াসে দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ করতে পারেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (*মধ্য* ২২/৫৪) উল্লেখ করা হয়েছে—

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ'—সর্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥

ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের শরণাগত হয়ে অতি অল্পক্ষণের জন্য তাঁর সঙ্গ করলেও সর্বতোভাবে সিদ্ধি লাভ করা যায়। সাধু হচ্ছেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত। আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে, আমাদের শ্রীগুরুদেবের প্রথম উপদেশ আমাদের কৃষ্ণভক্তিতে এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল যে, আমরা আজও কৃষ্ণভক্তির পথে অন্তত রয়েছি এবং সেই দর্শন হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি। তার ফলে বহু ভক্ত এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যুক্ত রয়েছে। সারা পৃথিবী দেহাত্মবুদ্ধির বশীভূত হয়ে পরিচালিত হচ্ছে; তাই এই ভ্রান্ত দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মানুষদের উদ্ধার করে, সর্বতোভাবে তাদের কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত করার জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে বহু ভক্তের প্রয়োজন।

শ্লোক ২৬

রাজোবাচ

যো হ বা ইহ বহুবিদা মহাভাগবত ত্বয়াভিহিতঃ পরোক্ষেণ বচসা জীবলোকভবাধ্বা স হ্যার্যমনীষয়া কল্পিতবিষয়ো নাঞ্জসাব্যুৎপন্ন-লোকসমধিগমঃ। অথ তদেবৈতদ্দুরবগমং সমবেতানুকল্পেন নির্দিশ্যতামিতি ॥ ২৬ ॥

রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; **যঃ**—যা; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **বা**—অথবা; **ইহ**—এই বর্ণনায়; **বহু-বিদা**—যিনি দিব্য জ্ঞানের বহু ঘটনা সম্বন্ধে অবগত; **মহাভাগবত**—হে মহান্ ভগবদ্ভক্ত; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **অভিহিতঃ**—বর্ণিত; **পরোক্ষেণ**—রূপক; **বচসা**—বাক্যের দ্বারা; **জীব-লোক-ভব-অধ্বা**—বদ্ধ জীবের সংসার মার্গে; **সঃ**—তা; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **আর্য-মনীষয়া**—উত্তম ভক্তের বুদ্ধির দ্বারা; **কল্পিত-বিষয়ঃ**—যে বিষয় কল্পনা করা হয়েছে; **ন**—না; **অঞ্জসা**—প্রত্যক্ষভাবে;

অব্যুৎপন্ন-লোক—অনভিজ্ঞ অথবা অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি; **সমধিগমঃ**—পূর্ণ জ্ঞান; **অথ**—অতএব; **তৎ-এব**—সেই কারণে; **এতৎ**—এই বিষয়; **দুরবগমম্**—দুর্বোধ্য; **সমবেত-অনুকল্পেন**—এই ঘটনার প্রকৃত অর্থ বিশ্লেষণ করার দ্বারা; **নির্দিশ্যতাম্**—বর্ণনা করুন; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ তখন শুকদেব গোস্বামীকে বললেন—হে প্রভু, হে মহাভাগবত, আপনি সর্বজ্ঞ। আপনি অরণ্যে বণিকের সঙ্গে তুলনা করে বদ্ধ জীবের অবস্থা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। এই উপদেশ থেকে যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে, দেহাত্মবুদ্ধি সমন্বিত মানুষের ইন্দ্রিয়গুলি সেই অরণ্যে দস্যু-তস্করদের মতো, এবং তার পত্নী এবং সন্তান-সন্ততিরা ঠিক শৃগাল-কুকুরাদি হিংস্র পশুর মতো। কিন্তু, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের পক্ষে এই কাহিনীর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নয়, কারণ এই রূপকের প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন। আমি তাই আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, দয়া করে তার প্রকৃত অর্থ আপনি আমাদের কাছে ব্যক্ত করুন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে বহু কাহিনী এবং ঘটনা রয়েছে, যা রূপকের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রকার রূপক বর্ণনা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়; তাই শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে তার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হওয়া।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'রাজা রহূগণের প্রতি জড় ভরতের অতিরিক্ত উপদেশ' নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।